তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৭

**স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন, শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, দেশের গণতন্ত্রের জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন অত্যন্ত যুগান্তকারী ঘটনা যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শক্তি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। জনগণের রায় মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রতিটি গ্রামকে নগর সুবিধার আওতায় আনতে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সংগঠনের কার্যক্রম আরো গণমুখী ও বরিশালবাসীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

#

আহসান/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৬

**দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কখনো পিছপা হবেনা বিজিবি**

**--- বিজিবি মহাপরিচালক**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কখনো পিছপা হবে না বিজিবি।

আজ বিজিবি’র কক্সবাজার রিজিয়নের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী ৩০২ জন বিজিপি সদস্য, ৪ জন বিজিপি পরিবারের সদস্য, ২ জন সেনা সদস্য, ১৮ জন ইমিগ্রেশন সদস্য এবং ৪ জন বেসামরিক নাগরিকসহ সর্বমোট ৩৩০ জন মিয়ানমার নাগরিককে সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) এর কাছে হস্তান্তরের সময় বিজিবি’র মহাপরিচালক সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অঁহম কুধি গড়ব উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে সীমান্তে বিজিবি'র টহল ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থেকে বিজিবি সীমান্তের পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। বর্তমানে সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিজিবি’র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পরিস্থিতি যাই হোক, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কখনও পিছপা হবো না। সীমান্ত দিয়ে আর একজন মিয়ানমার নাগরিককেও বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তিনি স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক এবং সীমান্তবর্তী সর্বস্তরের জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সীমান্তে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে বিজিপি, সেনা, পুলিশ, ইমিগ্রেশন ও বেসামরিক সদস্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে অস্ত্রসহ বিজিবি'র কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধৈর্য ধারণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রেখে বিজিবিকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক আশ্রয় গ্রহণকারী সদস্যদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ করে এবং তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত ৯ জন বিজিপি সদস্যকে বিজিবি'র তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

#

শরীফুল/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৫

**দরিদ্র ও প্রান্তিক জেলেদের কল্যাণে কাজ করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ**

**--- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেছেন, জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য কেবল রাজস্ব আদায় নয়, বরং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের কল্যাণ ও জীবিকা উন্নয়ন।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির ৭৬তম সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইজারার জন্য প্রস্তাবকৃত জলমহালসংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

সভায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জেলেদের কল্যাণে কাজ করতে সরকারের অবিচল অঙ্গীকারের ব্যাপারে জোর দিয়ে নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেন, আমাদের অবশ্যই আইনের মধ্যেই কাজ করতে হবে, তবে একইসাথে স্থানীয় জেলেদের কল্যাণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীলদের জীবনযাত্রার জন্য তাদের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি টেকসই মৎস্য আহরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করার কথা বলেন। এ সময়, প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্যজীবীদের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, আজ জয়পুরহাট, নেত্রকোণা, যশোর, কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১২১টি জলমহাল ইজারার অনুমোদন দেওয়া হয়।

#

নাহিয়ান/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৪

**পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকদের ভীড় না করার**

**আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকদের ভীড় না করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে ভীড় যাতে না হয় এবং যানজট এড়াতে আমরা নিজেরাই যেখানে কেন্দ্র পরিদর্শনে যাইনি সেখানে অভিভাবকদের কেন্দ্রের আশপাশে ভিড় করা খুবই দুঃখজনক। প্রসঙ্গত বিগত বছরগুলোতে পরীক্ষার দিন মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তরা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতেন। এতে শিক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে ভীড় সৃষ্টি এবং পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি তৈরি হতো। এই কারণে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা কন্দ্র পরিদর্শনে যাননি।

মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে সাংবাদিকদেতর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিখন ফল অর্জিত হয়েছে কি না, সেটি দেখার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হলো পরীক্ষা। অতীতে এবং এখনও দেখা যাচ্ছে, যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তাতে যথার্থভাবে জানা যাচ্ছে না শিক্ষার্থীদের শিখন ফল অর্জন হয়েছে কিনা। পরীক্ষার ফল ভালো কিন্তু শিখন ফলের জায়গায় ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জিপিএ-৫ পাচ্ছে, কিন্তু তার নানা বিষয়ে যে কাক্সিক্ষত দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের কথা ছিল, সেটি হচ্ছে না। তাই নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বছরের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষকরা মূল্যায়ন করতে পারবেন শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন করতে পারছে কিনা। এর পাশাপাশি আগের মতো কিছু পদ্ধতিও থাকবে। এটি একটি মিশ্র পদ্ধতি হতে হবে।

উল্লেখ্য, এবছর এসএসসি, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ২৯ হাজার ৭৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৭০০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ সোলায়মান খান, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

খায়ের/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০০৩

**সাংবাদিকতার যোগ্যতা নির্ধারণে সাংবাদিকদের দাবির সাথে সরকার একমত**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

সাংবাদিকতার যোগ্যতা নির্ধারণে সাংবাদিকদের দাবির সাথে সরকার একমত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীর শাহবাগে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি মিলনায়তনে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালার প্যানেল আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সহযোগিতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ কর্মশালা আয়োজন করে। বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল আলোচনা পর্বে মডারেটর ছিলেন বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর (সচিব) ড. মোঃ ওমর ফারুক।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকদের দাবি অনুযায়ী সাংবাদিকতার যোগ্যতা নির্ধারণের কিছু একটা থাকা দরকার। সরকার যখনই এটা বলবে তখনই বলা হবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এজন্য এ বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদেরই আওয়াজ তুলতে হবে। দেশে ও বিদেশের সব জায়গায় এ বিষয়ে লিখতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আপনাদের এ বক্তব্য তুলে ধরতে হবে যে এটা আপনারাই চান। সরকার সাংবাদিকদের দাবির সাথে একমত। সরকারের এ বিষয়ে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রতিমন্ত্রী জানান, সকল পেশাদার সাংবাদিকদের দাবি, সাংবাদিকদের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক, একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকুক, একটা সংজ্ঞায়ন থাকুক কে সাংবাদিক, কে সাংবাদিক না। সাংবাদিকরাই বলছেন সাংবাদিকদের তালিকা থাকা উচিত। কেন বলছেন, কারণ অনেক অপেশাদার ঢুকে পড়েছে এ কমিউনিটিতে। যার দ্বারা সাংবাদিকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যখনই সরকার বলবে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে, তখন আবার আরেক গোষ্ঠী বলে তালিকা কেন তৈরি হবে সাংবাদিকদের।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন, অপতথ্যের বিপক্ষে তথ্যের লড়াইটা খুব জরুরি। তথ্য এবং অপতথ্যের লড়াই এখনও চলছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপতথ্য রোধে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। তিনি যোগ করেন, মুক্তিযুদ্ধের শক্তি বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার দ্বারা। যেখানে সত্য থেমে যায়, সেখানে অসত্য ও মিথ্যাচার জায়গা করে নেয়।

সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু সাইবার নিরাপত্তা আইনই নয়, যে কোনো আইনের অপব্যবহারের বিপক্ষে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। সরকার মোটেও চায় না কোনো আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে নির্দোষ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হোক।

#

ইফতেখার/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০০২

**পাটের উৎপাদন বাড়াতে সাড়ে সাত কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

এবছর পাটের চাষ ও উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ৭ কোটি ৪৯ লাখ টাকার প্রণোদনা দেয়া হবে। এর আওতায় সারা দেশের ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬০০ জন ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক বিনামূল্যে বীজ পাবেন।

প্রতি কৃষককে এক বিঘা জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় এক কেজি বিজেআরআই তোষাপাট-৮ (রবি-১) জাতের বিএডিসির বীজ দেওয়া হবে।

প্রণোদনার সরকারি আদেশ ইতোমধ্যে জারি হয়েছে এবং শিগগিরই মাঠ পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

#

কামরুল/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০০১

**‍‍‍‍‍‍অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

‍‍‍‍দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমান বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি আপনাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে কী কী ধরনের মানবিক সহায়তা করা যায় তা পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসেছি। যেকোনো দুর্যোগে সরকার আপনাদের পাশে আছে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মিরপুর-১৪ বাগানবাড়ি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তার হিসেবে কম্বল ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত আছ। প্রয়োজন অনুযায়ী আরো ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ দেয়া হবে। একজন মানুষও যেন খাবার এবং শীতে কষ্ট না পায় সে লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী আরো বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তিনি অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সবাইকে সচেতনতা অবলম্বন করার আহ্বান জানান।

বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল কম্বল-১ পিচ, ড্রাই কেক-১ প্যাকেট, শুকনো খাবার-১ প্যাকেট যার মধ্যে আছে চাল-১০ কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার, মশুর ডাল- ১ কেজি, লবণ-১ কেজি, চিনি-১ কেজি, হলুদ গুড়া-২০০ গ্রাম, মরিচ গুড়া-১০০ গ্রাম এবং ধনিয়া গুড়া- ১০০ গ্রাম।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০০

**মানবসম্পদ উন্নয়নের উপযোগী প্রজেক্ট গ্রহণ করতে হবে**

**---মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের উপযোগী প্রজেক্ট গ্রহণ করতে হবে। কারণ সমাজে নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে ও নারী সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সরকারের সব রকম সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত, জেন্ডার সমতা এবং বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিদর্শন ও এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প গ্রহণে আরো সচেতন হতে হবে এবং প্রকল্পের আউটপুট নিরূপণ করতে হবে। তিনি বলেন, ট্রেডিশনাল সেলাই মেশিনের পরিবর্তে আধুনিক সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হবে।   
কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিকায়ন করা হবে। তিনি বলেন, সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে সেবা প্রদান করতে হবে এবং ভাতা প্রদান প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করতে হবে ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

নূর আলম/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৮৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৯

**নদীতে ব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে যাতে কম পিলার থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু নৌপরিবহন বা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নয়; নদীকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। এ বিষয়ে সমন্বয় দরকার। দেশে প্রতিনিয়ত ডেভেলপমেন্টের কারণে নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।’ ‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন-মানুষের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ না থাকলে মানুষ মারা যায়, তেমনি নদীর নাব্যতা না থাকলে নদী মরে যাবে।’ উচ্ছেদ অভিযানে মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। তাই মানুষ এখন নদী নিয়ে ভাবছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ‘ডিটারমিনেশন অভ্ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্ট্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল এবং রি-ক্লাশিফিকেশন অভ্ ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ফলাফল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এর আগে ১৯৬৭ সনে এবং ১৯৮৯ সনে নদীর ‘হাই ও লো লেভেল’ নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। ওই সমীক্ষা দু’টি করেছিল বিদেশী সংস্থা। এবার আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম এই সমীক্ষার কাজ করেছে। এর ফলে প্রমাণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সক্ষমতায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ নদ-নদীর উপর পরিকল্পিতভাবে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিধিমালা (সংশোধিত) তৈরি করবে। সে বিধিমালায় যাতে কোন স্ট্রাগল তৈরি না হয়; সেটি হবে সবার জন্য ফলপ্রসূ এবং সবার জন্য সুবিধাজনক। নদীর কথা চিন্তা করে জাহাজগুলোর হাইট নির্ধারণ করতে হবে। ব্রিজের হাইটের চেয়ে নদীতে পিলারের কারণে সিলট্রেশন হয়ে যাচ্ছে। নদীতে ব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে যাতে কম পিলার থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম ২০১০ সনে নদ-নদীর উপর পরিকল্পিতভাবে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি বিধিমালা জারি করা হয়। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সনে ওই বিধিমালায় একটি সংযোজনীও যুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এবং ইনস্টিটিউট অভ্ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, বিআইডব্লিউটিএ’র সদস্য প্রকৌশল মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান। আইডব্লিউএম-এর নদী ও পানি বিশেষজ্ঞ ফারহানা আখতার কামাল সমীক্ষা প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৮

**ইউওবি ট্রাস্টি বোর্ডের ৪০তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

আজ ইউনিভার্সিটি অভ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ইউওবি) এর ক্যাম্পাসের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজ কার্যালয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রাস্টি বোর্ডের ৪০তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ সামসুদ্দীন আহমেদ, ট্রেজারার ও মাউশি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রফেসর ফাহিমা খাতুনসহ ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪০তম সাধারণ সভায় বিগত একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করা হয়। এছাড়া নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিন্ডিকেট সদস্য এবং ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সৈয়দ সামসুদ্দীন আহমেদকে ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।

প্রথমবর্ষে ভর্তি ও একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়।

#

রেজাউল/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৭

**প্রাণিজ পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে**

**---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিজ আমিষ পণ্য মাংস, দুধ, ডিম, ড্রেসড ব্রয়লার ইত্যাদির সরবরাহ বাড়িয়ে এসব পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আবদুর রহমান। আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের করণীয় হিসেবে বিভিন্ন এজেন্ডার ওপর আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত রমজানে প্রাণিজ পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ করে নিম্ন আয়ের মানুষকে স্বস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের ২০ টি স্থানে ড্রেসড ব্রয়লার, গরু ও খাসির মাংস, দুধ ও ডিম সাশ্রয়ী মূল্যে বিপণন করা হয়। আসন্ন রমজানে ঢাকা শহরে আরো নতুন ৫টি স্পটসহ এবছর মোট ২৫ টি স্থানে এসব পণ্য সুলভ মূল্যে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে মন্ত্রী জানান। ফলে, এসব পণ্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এছাড়া দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদেন প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা যাতে স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে সে বিষয়টি সরকার সবসময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব এ টি এম মোস্তফা কামাল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাহীন আখতার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৬

**প্রযুক্তির সহায়তায় সমন্বিতভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কার্যক্রম বাড়ানো হবে**

**--- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, প্রযুক্তির সহায়তায় সমন্বিতভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কার্যক্রম আরো বাড়ানো হবে। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ৪৮টি কূপ খনন করা হবে। আরো ১০০টি কূপ খননের কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। গ্যাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। চাহিদার সাথে সরবরাহের সমন্বয় করে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা পেট্রোবাংলায় ÔGas Demand-Supply Scenario; Scope of Seismic Survey & Enhancement of Drilling Activities To Expedite Hydrocarbon ProductionÕ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সাজাবো। ২০২৯-৩০ সনের দিকে গ্যাসের চাহিদা হতে পারে ৬৬৫৫ এমএমসিএফডি। অন্যদিকে নিজস্ব খনিতে মজুত কমে যাচ্ছে। বিকল্প জ্বালানির চিন্তাও আমাদের করতে হচ্ছে। প্রতিটি কাজের টাইম লাইন থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, সমালোচনা না করে কীভাবে সরবরাহ বাড়ানো যায়-তার সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা প্রয়োজন। দেশীয় গ্যাস আমদানিকৃত এলএনজির সাথে মিশিয়ে মিশ্রিত গ্যাসের প্রতি কিউবিক মিটার ক্রয় মূল্য ২৪ দশমিক ৮০ টাকা এবং গড়ে বিক্রয় করা হয় প্রতি কিউবিক মিটার ২১ দশমিক ৪১ টাকা। এই ঘাটতি সুষম উন্নয়ন ব্যাহত করতে পারে। এছাড়া বিদ্যুতের চাহিদা মতো গ্যাস দিতে পারলে ভর্তুকী প্রায় ৭০ ভাগ কমে যাবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাখরাবাদ গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আনোয়ার ইসলাম ও পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক মেহেরূর হাসান।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ নূরুল আলম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম, অধ্যাপক ড. এ এসএম ওবায়দুল্লাহ, অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হুসেন মোঃ সায়েম, অধ্যাপক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, বুয়েট-এর অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান ও অধ্যাপক ড. মোঃ ইজাজ হোসেন। এছাড়া পেট্রোবাংলার দপ্তরসমূহের বর্তমান ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৫

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমানের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Alexandra Berg Von Linde সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সুইডেনের আর্থিক সহায়তায় National Resilience Project এর ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূত সহযোগিতা করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সেফ প্লাস ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জ্বালানির জন্য এলপিজি সরবরাহ করা হচ্ছে। সবুজায়নের জন্য ক্যাম্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। সেফ প্লাস এর ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটি ভাসানচরে সম্প্রসারণের জন্য প্রতিমন্ত্রী সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করলে রাষ্ট্রদূত প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

এছাড়া সাক্ষাৎকালে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, কক্সবাজার ও ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম,কক্সবাজারের ক্যাম্পসমূহে শরণার্থীদের আহার, সুপেয় পানি, চিকিৎসা, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং রাখাইন সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ এবং এ বি এম শফিকুল হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/সায়েম/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৪

**রাজশাহীতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দপত্র বিতরণ করেন প্রতিমন্ত্রী পলক**

রাজশাহী, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দপত্র বিতরণ ও চুক্তি স্বাক্ষর এবং স্মার্ট রাজশাহী ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ-২০২৩ এর বিজয়ী দলের মাঝে প্রাইজমানি বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩১ একর জমির ওপর নির্মিত রাজশাহী বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আজ বরাদ্দপত্র প্রদান করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণের জন্য সাইমন বিচ রেস্টুরেন্ট লিমিটেড, আইটি বিজনেস করার জন্য ফিউচার টেক এবং রিয়াল স্টার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ওয়েলথি লাইফ পয়েন্ট লিমিটেড, মিক্সবাইট, বর্তনী, মেঘনাদ টাইমস, এটুজেড বিজ-কে জয় সিলিকন টাওয়ারে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ফ্রি স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া ফিউচার টেক, নেট্রো ক্রিয়েটিভ এবং বিজনেস অটোমেশন লিমিটেডর মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে।

এ সময় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী’র প্রকল্প পরিচালক এ কে এ এম ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।

#

বিপ্লব/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশমিক ২২ শতাংশ। এ সময় ৪৭৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৯৪৫ জন।

#

দাউদ/সায়েম/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯২

**পাঁচ বছরে সোনাহাট স্থলবন্দরে সরকারের রাজস্ব আয় ৪৫ কোটি টাকা**

রংপুর, ২ ফাল্গুন, (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

গত পাঁচ বছরে সোনাহাট স্থলবন্দর থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৫ কোটি ১ লাখ টাকা। সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পাথর, কয়লা, ভুট্টা, গম, চাল, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন, আদাসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করা হয়। সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় পাথর। এ ছাড়া এই স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য ভারতে রপ্তানি করা হয়।

সোনাহাট স্থলবন্দরে গত পাঁচ বছরে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ২৯ লাখ ৮১ হাজার ২৮১ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ২৯ লাখ ২১ হাজার মেট্রিক টন এবং রপ্তানির পরিমাণ ৬০ হাজার ২৮১ মেট্রিক টন। কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী সীমান্তে সোনাহাট স্থলবন্দরের পাশে রয়েছে ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবড়ী জেলার গোলকগঞ্জ সীমান্ত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে সোনাহাট স্থল শুল্কস্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালের ১ জুলাই সোনাহাট স্থলবন্দরের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৯১

**রবীন্দ্র সরোবরের আদলে নজরুল সরোবর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে**

**-ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি):

ধানমণ্ডি হ্রদে রবীন্দ্র সরোবরের আদলে নজরুল সরোবর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ঢাদসিক) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

গতকাল ধানমণ্ডি হ্রদে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৪ এ অংশ নিয়ে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান।

মেয়র বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পরে এই ধানমণ্ডি লেককে একটি নান্দনিক লেকে পরিণত করেছেন। ব্যাপক মহাপরিকল্পনা নিয়ে তিনি এটার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন। ধানমণ্ডি লেককে আরো সুন্দর, নান্দনিক এবং আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা ধাপে ধাপে কাজ করছি। সংস্কারের জন্য এখন আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন থেকে আরো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ধানমণ্ডি ৩২ থেকে সাম্পান পর্যন্ত নতুন যে জায়গাটি আমরা দখলমুক্ত করেছি, সে জায়গায় রবীন্দ্র সরোবরের আদলে নজরুল সরোবর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। শীঘ্রই এটার কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নজরুল সরোবরের নকশা দেখে দিয়েছেন।’

ধানমণ্ডি হ্রদে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়ে মেয়র তাপস বলেন, ‘আমরা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা দিতে চাই, কোনো ভবঘুরে এখানে থাকতে পারবে না। এখানে যে সকল খাবার দোকান রয়েছে রাত সাড়ে ৯টার মধ্যে তাদের রান্না ঘর বন্ধ করতে হবে। সাড়ে নয়টার পরে কোনো খাবারের অর্ডার নেওয়া ও পরিবেশন করা যাবে না। বাইরের অংশে যে রেস্তোরাঁগুলো আছে, যেমন পানসি ও সাম্পান, সেগুলোর রান্নাঘর রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। আর সপ্তাহে একদিন ‘বুধবার’ ধানমণ্ডি হ্রদের পুরো এলাকা বন্ধ ঘোষণা করা হলো। বুধবারে আমরা সবাই মিলে ধানমণ্ডি লেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো। যাতে করে বৃহস্পতিবার থেকে শুধু ঢাকা নয়, সারা বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে আসেন, তারা যেন নান্দনিক, সুন্দর ও সবুজ পরিবেশ উপভোগ করতে পারে।’

এর আগে ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস শহিদ শামসুন্নেছা আরজু মনি শিক্ষাবৃত্তি ও বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণ এবং লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন। পরে ঢাদসিক মেয়র ভাষা শহিদ শফিউর রহমান সড়ক (শিক্ষা অধিকার চত্বর হতে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত অংশের সড়ক) নাম ফলক স্থাপন করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ফেরদৌস আহমেদ এমপি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, সচিব আকরামুজ্জামান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯০

**সকল জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে চাই**

**- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন, (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত, ক্ষুধার্ত ও পশ্চাদপদ মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা চাই সকল জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে।

গতকাল রাজধানীর বেইলি রোডে শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত পার্বত্য মেলা-২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করেছে। সরকার এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো ও মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পার্বত্য জেলাসমূহ আজ কোনো পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সমঅংশীদার।

প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যোগ্য নেতৃত্ব আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ দু’যুগ ধরে চলমান পাহাড়ি-বাঙালি ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফসল হিসেবে বিগত ২৬ বছরে বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এর আগে প্রধান অতিথি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ফিতা কেটে, পায়রা ও বেলুন ওড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি পরে অতিথিদের নিয়ে মেলার স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন এবং স্টলের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে আগামি ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি চারদিনব্যাপী পার্বত্য মেলা চলবে। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১২০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৯

**আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ (সুধা) মিয়ার**

**৮২তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ (সুধা) মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ (সুধা) মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে ‘বাতিঘর’ নামক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা গ্রন্থাগারকে যে কোনো জাতির উন্নয়নের একটা প্রধান সূচক হিসেবে বিবেচনা করি। আমাদের সরকার মনে করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কারণে তৃণমূল পর্যায় থেকে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে দেশের ১০০০টি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করেছি। যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইসমূহ সংগ্রহে রাখা হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম বইসমূহ পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারসমূহ তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগারসমূহের মতো উন্নত এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্ৰন্থাগারের ভবন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতির পিতার পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জে ‘শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র’ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে ।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর কর্ম জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর চিন্তার মূল প্রতিপাদ্য। পাকিস্তানীদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সব সময় সোচ্চার ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তার বিশেষ অবদান ছিল। এই নিরহংকার, নির্লোভ, ক্ষমতাবিমুখ মানুষটি তাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্মরণীয়। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর স্নেহধন্য কয়েকজন বইপ্রেমি মানুষ ২০১৪ সালে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি আশা করি, বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগার সারা বাংলাদেশে তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবে এবং প্রতিটি পাঠকের দোড়গোড়ায় বই পৌঁছে দিবে। পাশাপাশি আলোকিত সমাজ ও জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমি বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগারের সার্বিক সাফল্য কামনাকরছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৮

**বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফ আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফ আহমেদ-এর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফ আহমেদ-এর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আরেফ আহমেদ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কাজী আরেফ আহমেদ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ও ছাত্রলীগের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যার পর অবৈধ ক্ষমতা দখল, সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং দেশে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজী আরেফ আহমেদ আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নতুন প্রজন্ম তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি কাজী আরেফ আহমেদ এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ